কালের কণ্ঠ

তারিখ 3 1 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

▶ পৃষ্ঠা ২, ও ৩

পিইসি পাসের হার, জিপিএ দুটিই কমল

ইবতেদায়িতেও হ্রাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) এবং ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে। খুদে শিক্ষার্থীদের ফলও এবার নিম্নমুখী। এমনকি উভয় পরীক্ষায়ই জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যাও কমেছে। এবার পিইসিতে পাসের হার ৯৫.১৮ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৯৮.৫২ শতাংশ। এবার ইবতেদায়িতে ৯২.৯৪ শতাংশ পাস করেছে, গত বছর হারটি ছিল ৯৫.১৩ শতাংশ। এবার পিইসিতে জিপিএ ৫ কমেছে: পেয়েছে দুই লাখ ৬২ হাজার ৬০৯ জন। এর মধ্যে ছাত্র এক লাখ ১৫

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

পিইসি পাসের হার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাজার ৫৪৮ এবং ছাত্রী এক লাখ ৪৭ হাজার ৬১ জন। গত বছর পিইসিতে জিপিএ ৫ পেয়েছিল দুই লাখ ৮১ হাজার ৮৯৮ জন। মোট ২৬ লাখ ৯৬ হাজার ২১৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ছাত্র ১২ লাখ ৩৯ হাজার ১৮১ জন এবং ছাত্রী ১৪ লাখ ৫৭ হাজার ৩৫। এর মধ্যে ২৫ লাখ ৬৬ হাজার ২৭১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইবতেদায়িতে দুই লাখ ৫৪ হাজার ৩৯৯ ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। এর মধ্যে এক লাখ ২৯ হাজার ৭০৩ জন ছাত্র এবং এক লাখ ২৪ হাজার ৬৯৬ জন ছাত্রী। জিপিএ ৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ২৩ জন; ছাত্র দুই হাজার ৬০৭ জন এবং ছাত্রী দুই হাজার ৪১৬ জন। গত বছর জিপিএ ৫ পেয়েছিল পাঁচ হাজার ৯৪৮ জন।

এবার পিইসিতে পাসের হার ছাত্রদের ৯৪.৯৩ শতাংশ এবং ছাত্রীদের ৯৫.৪০ শতাংশ। সাত বিভাগের মধ্যে বরিশাল শীর্ষে রয়েছে, হার ৯৬.২২ শতাংশ। ৬৪ জেলার মধ্যে গোপালগঞ্জ জেলা প্রথম স্থানে রয়েছে, ওই জেলার পাসের হার ৯৯.৩৯ শতাংশ। ৫০৮ উপজেলার মধ্যে তিনটি উপজেলায় শতভাগ পাস করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল শনিবার সকালে গণভবনে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ২০১৭ সালের পিইসি ও ইবতেদায়ি সমাপনীর ফলের অনুলিপি তুলে দেন। দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি পরীক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এর পর থেকেই শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, মোবাইল ফোনের এসএমএসের মাধ্যমে ও নিজ নিজ স্কুল থেকে ফল জানতে পারছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ফলাফলের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের এনরোলমেন্ট মূলত ৯৮ শতাংশ। সেখানে ৯৫ শতাংশ পাস করেছে। এই ফলে আমরা সন্তুষ্ট। তবে আরো ভালো করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে যেসব বিদ্যালয় খারাপ করেছে তাদের ফলাফল আমরা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

বিভাগওয়ারি ফলে দেখা যায়, পিইসিতে রাশাহী বিভাগে পাসের হার ৯৫.১৫ শতাংশ, খুলনায় ৯৪.৯৬, ঢাকায় ৯৫.৪৪, চট্টগ্রামে ৯৬.১১, বরিশালে ৯৬.২২, সিলেটে ৯১.৪৬ ও রংপুরে ৯৪.৯০ শতাংশ।

ইবতেদায়িতে রাজশাহী বিভাগে পাসের হার ৯৬.২৮ শতাংশ, খুলনায় ৯৪.৯৩, ঢাকায় ৯২.১১, চট্টগ্রামে ৯১.৩৭, বরিশালে ৯৪.৪৭, সিলেটে ৮৬.৯২ ও রংপুরে ৯৬.০৯ শতাংশ।

পিইসিতে অংশ নেওয়া ৯৮ হাজার ৬৫১ বিদ্যালয়ের মধ্যে শতভাগ পাস করেছে ৬৬ হাজার ২২৮টি বিদ্যালয়ে। ৩৬০ বিদ্যালয় থেকে একজনও পাস করতে পারেনি। ইবতেদায়ির ১৩ হাজার ৩৫৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে শতভাগ পাস করেছে আট হাজার ৩৩২টি মাদরাসা। আর ৮৫টি মাদরাসার কেউ পাস করতে পারেনি।

পিইসির ইংরেজি ভার্সনে ১১ হাজার ২৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, উত্তীর্ণ হয়েছে ১১ হাজার ২০৩ জন। পাসের হার ৯৯.৪১ শতাংশ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তিন হাজার ৯৮৪ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়ে তিন হাজার ৫৫৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

পুনর্নিরীক্ষণ কাল থেকে : পিইসি পরীক্ষা ও ইবতেদায়ি সমাপনীর ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করা যাবে আগামীকাল সোমবার থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে। শুধু টেলিটক প্রিপেইড সার্ভিসের মোবাইল ফোন নম্বর থেকে এ আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে DPRSC লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর, এরপর স্পেস দিয়ে আবেদনে ইচ্ছুক বিষয়ের কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি মেসেজে আবেদন বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর দেওয়া হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে মেসেজ অপশনে গিয়ে DPRSC লিখে স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর, এরপর স্পেস দিয়ে যোগাযোগের একটি মোবাইল ফোন নম্বর (যেকোনো অপারেটরের) লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

পুনর্নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে একই মেসেজের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের জন্য আবেদন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে কমা (,) দিয়ে কোডগুলো আলাদা করে লিখতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য ১২৫ টাকা হারে ফি প্রযোজ্য হবে।